ইসলাম আমাদের জাতীয়তা!

দুই নদের দেশে (ইরাক) আল-কায়দা নেটওয়ার্কের শারীয়া কাউন্সিলের বিবৃতি

আত্-তিবয়াব প্রকাশনী

আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময়, পরম ক্ষমাশীল।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি ন্যায়পরায়ণ। কাফির মূরতাদ আর মুনাফিকদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা নিখাঁদ তাওহীদের অনুসারী মুজাহিদদের যিনি সাহায্যকারী। এবং শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক নিরক্ষরদের রাসূল, আল আমিন মুহাম্মাদের ওপর এবং তার পরিবার বর্গের ওপর, সাহাবাদের ওপর এবং তাদের ওপর যারা কিয়ামত পর্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তাকে অনুসরণ করে।

নিশ্চয়ই এটা আমাদের রব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে আমাদেরকে প্রদত্ত সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত যা দিয়ে তিনি আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন; যে তিনি আমাদেরকে একটি অবিচ্ছেদ্য জাতিতে পরিণত করেছেন, এবং আমাদের জন্য একটি নাম পছন্দ করেছেন..... একটি নাম যা এই জাতির প্রতিটি মানুষের পরিচয় বহন করে, কারো ক্ষেত্রে এর ব্যাতিক্রম নেই।

শাঈখ আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুল লতিফ বলেন, "এবং তোমার পরিচয় ইসলাম। এবং তুমি অন্য সমস্ত ধর্মের মানুষদের মধ্যে এই নামে আখ্যায়িত। এবং এটি হল সর্বশ্রেষ্ঠ রহমতসমুহের একটি। যেভাবে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন, "তিনি পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম....." [আল-হাজ্জ ২২:৭৮]"[১]

সুতরাং যদি আল্লাহ্ আমাদেরকে এই আখ্যায় সম্মানিত করেন এবং আমাদেরকে বিশেষভাবে এই নামের জন্য পছন্দ করে থাকেন- তবে এটা পরিবর্তন অথবা পরিত্যাগ করা আমাদের জন্য অবৈধ, আমাদের জন্য এটাও বৈধ নয় যে, এটি ব্যতীত অন্য কোন ভিত্তির উপর আমাদের বন্ধুত্ব ও শত্রুতা স্থাপিত হবে; এবং এসব হবে এই পরিচয়ের দাবী অনুসারে।

শাঈখ আল- ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, "এবং মহিমান্বিত আল্লাহ্ কোরআনে আমাদেরকে আখ্যায়িত করেছেন 'মুসলিমিন', মু'মিনীন' (বিশ্বাসীগণ) এবং 'ই'বাদুল্লাহ'" (আল্লাহ্‌র দাস) হিসেবে। সুতরাং আল্লাহ্ আমাদের যে নামে আমাদের আখ্যায়িত করেছেন তা আমরা পরিবর্তন করিনা ঐ সকল আখ্যার বিনিময়ে যা মানুষ কর্তৃক উদ্ভাবিত- যা দ্বারা তারা তাদের নিজেদেরকে এবং তাদের পূর্বপরুষদের আখ্যায়িত করেছে, যার কোন অধিকার আল্লাহ্ দেননি- যেটার উপর তারা তাদের (বন্ধুত্ব এবং) শত্রুতা স্থাপন করে থাকে। শুধু তাই না, বরং আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মধ্যে নিকট সবচেয়ে মর্যাদাবান সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ন্যায়পরায়ণ, তারা যে দলেরই হোক না কেন।"[২]

এবং পূর্বালোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, এটি হল অবিচল এবং অপরিবর্তনীয় নীতি যার উপর ভিত্তি করে আল্লাহ্ তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করেছেন- একমাত্র তাকওয়ার ভিত্তিতেই একজন মানুষ অপরজনের চেয়ে উত্তম হতে পারে। আল্লাহর হক্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শিথীলতার কোন; এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষেত্রেও নয়, যখন উসামা ইবন যাঈদ রাদিআল্লাহু আনহু একবার একজন মহিলার ব্যাপারে সুপারিশ করতে আসেন যে কিনা চুরি করেছিল, যেন তার হাত কেঁটে দেওয়া না হয়- আল্লাহ্‌র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেনঃ "তুমি কি আল্লাহ্‌র বিধান গুলোর মধ্যকার একটি বিধানের বিরুদ্ধে ওকালতি করার চেষ্টা করছ?! আমি সেই সত্তার নামে শপথ করছি যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত, তবে আমি তার হাত কেঁটে দিতাম!" এবং এ সংক্রান্ত প্রচুর দলীল রয়েছে।

এবং সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় এই যে, আমরা এমন অনেক মানুষ দেখতে পাই যারা দাবী করে, যে তারা আলেম এবং সুন্নাহর অনুসারী - অথচ তারা মুর্তাদদের রক্তকে পবিত্র ঘোষণা করে যারা আর্মি ও পুলিশের সদস্য। যারা ক্রুসেডারদের (খ্রীষ্টান ধর্মযোদ্ধা) পাশাপাশি অস্ত্র তুলে নিয়েছে, এবং তাদেরকে তাওহীদের মানুষ ও মুজাহিদীনের বিরুদ্ধে সাহায্য করছে। তর্কের জন্য তারা শুধু এতটুকুই বলতে পারে যে তারা হল "ইরাকি', এবং তাদের রক্ত হল "ইরাকি"- সুতরাং পবিত্র। এমনকি কাফিররাও এ বিষয়ে তাদের সাথে একমত নয়; কারণ আশেপাশে তাকালে দেখা যায় পৃথিবীর সকল দেশেই শত্রু ও আগ্রাসী বাহিনীকে সহায়তা করার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

---

[১] *আদ-দুরার আস-সানিয়্যাহ* ৮/৫২।

[২] *মাজমু আল-ফাতাওয়া* ৩/৪১৫।

এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ "মুসলিমদের রক্তপাত হালাল নয় (তাদের হত্যা করা যাবে না) তিনটি ক্ষেত্র ছাড়া; যা হল বিবাহিত যেনাকারী, হত্যাকারী এবং সেই মুর্তাদ যে তার দ্বীন ত্যাগ করে জামা'আ থেকে আলাদা হয়ে যায়।" সুতরাং এই তিনটি প্রকার ছাড়া তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমদের রক্তের পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম "ইরাকি" দের জন্য কোন বিশেষ রায় দেননি; এমনকি তিনি ঐ রায় কোন রাষ্ট্র , কোন গোত্র, অথবা জাহিলী (মূর্খ পৌত্তলিক) দেশাত্ববোধের ভিত্তিতে দেননি।

এতদনুসারে, কোন বিবাহিত ব্যক্তি যেনা (ব্যাভিচার) করলে, তাকে পাথর ছুড়ে হত্যা করা হয়- যদিও সে "ইরাকি" হয়ে থাকে। এবং যে ব্যক্তি কোন যথার্থ (শরীয়া অনুমোদিত) কারণ ছাড়া হত্যা করে, তবে তার বিধান হল হত্যা- যদিও সে একজন "ইরাকি" হয়ে থাকে। এবং যে ব্যক্তি তার দ্বীন পরিত্যাগ করে, মুসলিমদের দেহ থেকে আলাদা হয়ে, তবে তার রক্তপাত বৈধ এবং এক্ষেত্রে একজন ইরাকি অথবা অন্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে পার্থক্য করা হবে না। "দেশের সন্তান" বলে কেউ পার পাবে না।

'কে শত্রু আর কে মিত্র' তা যাচাই করার জন্য আমরা যে মানদণ্ড ব্যবহার করি, তার ভিত্তি হলো ইসলাম। এবং এই মানদন্ড ব্যতীত অন্য যে কোন মানদন্ড হল জাহিলী (মূর্খ পৌত্তলিক) মানদন্ড, এবং কোনভাবেই তা ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত নয়। এবং এই কারণে, একজন আমেরিকান মুসলিম যে ইসলামের আন্তর্গত সব কিছুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং ত্বগুত বর্জন করে- সে আমাদের আপন ভাই। আমরা সম্প্রীতির একই বন্ধনে আবদ্ধ এবং তার সাহায্য এগিয়ে আসা আমাদের দায়িত্ব। অনুরূপভাবে, আরব মুরতাদ হল আমাদের শত্রু- যদিও সে 'ইরাকি' হয়ে থাকে। এবং নিশ্চয়ই, শুধুমাত্র একটি জাতীয়তাই এই উম্মাহ-র শরীরকে এক করতে পারে, তা হল ইসলাম . . . এবং ইসলাম ছাড়া আর কিছুই নয়।

এবং যদি এই সকল মুরতদদের নূন্যতম চরিত্র, নৈতিকতা এবং ফিতরাহ্ থাকত -ইসলামের কথা না হয় দূরেই থাকল- তবে তারা কখনই তাদের নিজেদের ভূমির মানুষদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নাস্তিক ক্রুসেডারদের (ধর্মযোদ্ধা) পতাকার নিচে, তাদের পরিখার উপর দাঁড়িয়ে অস্ত্র তুলে ধরতনা। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে, তারা জাতীয়তাবাদের চেতনারও বরখেলাফকারী, যাকে তারা ইসলামের ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। সুতরাং কেমন পবিত্রতার (রক্তের) যোগ্য তারা?

সুতরাং ক্রুসেডারদের ষড়যন্ত্র অনুধাবন করা সেইসব প্রতিটি মুসলিমের কর্তব্য, যারা তাদের দীনের ব্যাপারে সন্তুষ্ট। 'ইরাকিদের রক্তপাত হারাম' এই চেতনা তাদের আরেকটি কৌশল এবং ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতা মাত্র। যেহেতু ক্রুসেডাররা (ধর্মযোদ্ধা) দুই নদের এই দেশে (ইরাক) নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই তারা এই সকল মুরতাদদের- এই আর্মি ও পুলিশের সহায়তা চাচ্ছে। এবং যখন তারা দেখল যে মুজাহিদীন ভাইদের হাতে মুরতাদরা ভেড়ার মত নিহত হচ্ছে, তখন তারা সত্যের আক্রমণ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য, এই সকল এজেন্ট ও তাদের মিত্রের জন্য রক্ষক খুঁজতে লাগল- ফলে তারা তাদের রক্তপাত যে হারাম- তা দাবী করল। তাদের এই দাবীর ভিত্তি হলো যে, তারা একই ভূমির অধিবাসীঃ "ইরাকী"।

সুতরাং আমরা পৃথিবীর সামনে ঘোষণা করতে চাইঃ

আমরা আল্লাহ্‌র শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত। তারা কোন দেশের অধিবাসী তা আমাদের মূখ্য নয় এবং এই জিহাদরে মাধ্যমে আমরা আল্লাহ্‌র নৈকট্য কামনা করি এবং এর উপর বেঁচে থাকি এবং এরই উপর মৃত্যু বরণ করি।

শাইখ 'আব্দুল লাতিফ ইবন আবদির-রাহমান বলেন, "নিশ্চয়ই, সকল নীতির (একজনের ইসলাম) ভিত্তি অসম্পূর্ণ থেকে যায় এবং এর কোন দৃঢ়তা থাকে না। যদি না আল্লাহ্‌র শত্রুদের বর্জন করা হয়, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হয়, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হয়, তাদেরকে অস্বীকার করা হয় এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য প্রার্থণা করা হয়– তাদেরকে ঘৃণার সাথে পরিহার করে এবং প্রকাশ্যে তাদের বিরোধিতার মাধ্যমে।"[৩]

এবং আল্লাহ্ প্রবল ধারায় বর্ষণ করুণ শান্তি এবং রহমত আমাদের রাসূল মুহাম্মাদের উপর, এবং তাঁর পরিবার বর্গের উপর এবং সাহাবাদের উপর।

দুই নদের দেশে (ইরাক) আল কায়দা নেটওয়ার্কের শারীয়া কাউন্সিল

[৩] *আর-রাসায়ীল আল-মুফীদাহ* (পৃঃ ৬০)।